এক্সেপশনাল লিডার

সূচিপত্র

পরিচিতি	৭
আজকালকার নেতৃত্ব	২৫
স্মরণীয় নেতৃত্ব	৪১
নিজস্ব লিডারশিপের ধরন তৈরি করা	৫৭
সার্ভাইভ করুন	৭২
ম্যানেজমেন্ট এবং লিডারশিপ : একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ	৮৭
আপনার ম্যানেজমেন্টকে আরো বেটার করে তুলুন	১০২
কথা বলুন (একজন বসের মতো)	১১৭
আপনিই আপনার নিজস্ব স্টেটমেন্ট	১৩৬
কর্তৃত্ব বনাম সত্যিকারের নেতৃত্ব	১৫১
বলুন, ছড়িয়ে দিন	১৭২
ভবিষ্যতের নেতাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া	১৮৫
সবার ভালোবাসার সংস্কৃতি তৈরি করুন	২০০
মহামারি-পরবর্তী লিডার : ব্র্যান্ড নিউ লিডারশিপ স্টাইল	২১৮

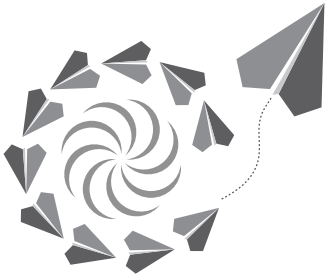

পরিচিতি

> *আমরা যদি আগামী শতকের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, মানুষকে ক্ষমতাবান করে তোলা ব্যক্তিরাই নেতা হয়ে উঠবে।*
>
> ——বিল গেটস

সৃষ্টির শুরু থেকেই নেতারা আমাদের কাছে সুপারহিরোর মতো বিবেচিত হয়ে আসছেন। সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বহু মানুষ নিজেদেরকে বসিয়েছে নেতৃত্বে আসনে, কুড়িয়ে নিয়েছে মানুষের ভালোবাসা। আপনগুণে তারা পৃথিবীকে করেছে আলোকিত। আমাদের প্রায় সবারই পছন্দের নেতা রয়েছে। আমরা পছন্দের নেতার কথাবার্তা অনুকরণ করতে চেষ্টা করি, ড্রেসআপ ফলো করি, চেষ্টা করি তাদের মতে হাঁটার জন্য। মোটকথা, পছন্দের নেতার সকল বিষয়ই আমরা নিজেদের মাঝে ধারণ করার চেষ্টা করি। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, আমরাও চাই পছন্দের নেতার মতো মানুষের ভালোবাসা পেতে, বিভিন্ন বিষয় অর্জন করতে এবং সকল মানুষের সাথে ভালোভাবে কাজ করতে। এ ছাড়াও আমরা চাই অগণিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে। আমি ঠিক বলেছি তো? হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তা মনে করি!

আপনি জানুন অথবা না জানুন, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সারা বিশ্বই বেশ কিছু বিজনেস জায়ান্টের কাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সময়ে সময়ে বহু মানুষ পৃথিবীর বুকে ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়েছে। নিজেদের সেসব ব্যবসায়িক ভিত্তি দিয়ে তারা পুরো বিশ্বেই ছাপ ফেলতে পেরেছিল। ইলন

মাস্ক, বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ, জেফ বেজোস কিংবা স্টিভ জবস—এই জিনিয়াসদের প্রত্যেকেই দারুণ সব অর্জনের দ্বারা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেইসাথে বদলে দিয়েছেন পৃথিবীকে। এটা করা সম্ভব হয়েছে তাদের অসাধারণ মেধাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে। তবে শুধু মেধাই কি তাদেরকে এই জায়গায় আসতে সাহায্য করেছে? একদম তা নয়। এই মানুষগুলো জানত কীভাবে একটি শক্তিশালী টিম তৈরি করতে হয়, কীভাবে টিমের নেতৃত্ব দিয়ে নিজের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যকে ক্রমাগত সম্প্রসারণ করতে হয়। ফলে তারা আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছে। এককথায় বলতে গেলে, তাদের লিডারশিপ স্কিলের সাহায্যেই তারা এতদূর আসতে সক্ষম হয়েছে।

প্রতিটি মানুষের মাঝেই নেতৃত্ব দেওয়া, মানুষকে অনুপ্রাণিত করা এবং নিজের কাজে সফল হওয়ার মন-মানসিকতা রয়েছে। সবার মাঝেই রয়েছে নেতৃত্ব দেওয়ার মনোভাব। আমরা সবাই যার যার জায়গায় নেতা। একজন ছাত্র হিসেবে, পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে নিজের দৈনন্দিন কাজ সম্পাদনের সকল ধাপ সম্পন্ন করার দ্বারা আমরা নেতৃত্বের গুণাবলি বহন করে থাকি। অথবা বড় কোনো সংস্থার ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করেই কাজ করতে হয়। এইসব ভূমিকায় কাজ করা প্রতিটি মানুষই চায় তার সফলতা থাকুক, পৃথিবীতে নিজের কাজের ছাপ থাকুক। কিন্তু লিডারশিপ কখনোই সহজ কিছু নয়। একজন লিডারকে অবশ্যই বেশ কিছু প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়, যা তাকে নিজের দায়িত্ব পালনের সুনির্দিষ্ট সেক্টরে সফল হতে সাহায্য করে। নিজের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই লিডারশিপের প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। নয়তো দিনশেষে আপনি টিকে থাকতে পারবেন না, সফল হতে পারবেন না। আপনাকে জানতে হবে কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়, কীভাবে নেতৃত্বের সাহায্যে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। এবং এই বইটি আপনাকে এসবই জানাবে, শেখাবে। চলুন তাহলে লিডারশিপের জগতে ঘুরে আসা যাক। জেনে নেওয়া যাক লিডারশিপের আদ্যোপান্ত, যাতে একজন সফল ব্যক্তি হিসেবেই দিনশেষে আপনি নিজেকে খুঁজে পান।

আমরা প্রায় সবাই-ই জানি লিডারশিপ কী, কিন্তু কেউ জানি না এটি আসলে কেমন অর্থ বহন করে। অর্থাৎ লিডারশিপের আসল অর্থ অনেকেই বুঝতে পারে না, যদিও তারা মনে করে লিডারশিপ সম্পর্কে তাদের ব্যাপক জানাশোনা। আমরা নিয়মিতই লিডারশিপ নিয়ে আলোচনা করি। বিশেষ করে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে এসব নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু দেখা যায়, এতকিছুর পরও লিডারশিপকে

সংজ্ঞায়িত করতে জানি না। আমাদের নিজের জীবনে লিডারশিপ কী, কেমন অর্থ বহন করে, কীভাবে লিডারশিপকে সংজ্ঞায়িত করা জরুরি, তা নিয়ে আমরা ওয়াকিবহাল নই। আপনি নিজেকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন তো, আপনার জীবনে লিডারশিপের সংজ্ঞা বের করার জন্য সময় ব্যয় করেছেন? করেননি। অথচ নিজ জীবনে লিডারশিপের সংজ্ঞা তালাশ করার মানেই হচ্ছে নিজের নেতৃত্বকে আবিষ্কার করার অভিযানে নামা। একটা বিষয় আপনাকে সব সময়ই মাথায় রাখতে হবে, লিডারশিপ সবার জায়গা থেকে আলাদা। একেকজন একেকভাবে নিজের লিডারশিপকে আবিষ্কার করে থাকে। আপনার কাছে লিডারশিপ যেমন অর্থ বহন করে, আরেকজনের কাছে তা বহন করে না। ঠিক এই কারণেই প্রত্যেক লিডারের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে, অথেন্টিসিটি থাকে। তারা নিজেদের মতো করে লিডারশিপ পরিচালনা করে থাকে। আপনি লিডারশিপকে যেভাবে আবিষ্কার করবেন, সেসবের সাথে আপনার বাবার লিডারশিপ মিলবে না। আবার আপনার বাবা যেভাবে নেতৃত্ব দেন, সেটা আপনার বন্ধু পলের সাথে মিলবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধাঁচ রয়েছে। ধরন রয়েছে। আপনি নিজের মতো করে লিডারশিপ পরিচালনা করেও সফল হতে সক্ষম।

এ ছাড়াও আপনাকে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে, লিডার হওয়ার জন্য আপনাকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হতে হবে, তা কিন্তু নয়। এমনকি আপনাকে টেক জায়ান্ট টিম কুক হতে হবে না। জীবনের এমন অনেক সময় আসবে, যখন আপনাকে লিডার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে হবে। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে, মোকাবিলা করতে হবে সকল ধরনের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত। আপনি কলেজে পড়াশোনা করেন কিংবা সবে কর্মস্থলে যোগদান করা ব্যক্তি হতে পারেন, সময়মতো আপনাকেও নেতৃত্বের ভূমিকায় আসীন হওয়া লাগতে পারে। দৃঢ়তার সাথে তখন আপনাকে সবাইকে পরিচালনা করতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও এমন সময় আসতে পারে, যখন আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হতে পারে। জীবনের নানা সমস্যায় আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হতে পারে, সন্তান পালনে নেতৃত্ব দিতে হতে পারে, ডিনার প্ল্যান নিয়ে পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়া লাগতে পারে, যখন আপনার মা বাড়িতে থাকবে না। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, এগুলোও একধরনের নেতৃত্ব!

একজন সত্যিকারের নেতা শুধু হুকুম দিয়ে এবং মানুষকে নিজের আন্ডারে রেখেই ক্ষান্ত হয় না। এই দুটি কাজের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় না তাদের নেতৃত্ব। তারা এসবের চাইতেও আরো বেশি কিছু করে থাকে। একজন ব্যক্তিকে তার সর্বোচ্চ

সফলতা পেতে তৈরি করে তারা। নিবেদিত, অনুগত দল বানায়। এ ছাড়াও নিজের বুদ্ধি, ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি যত্নের মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে বিশাল সংগঠন কিংবা কোম্পানি পরিচালনা করতে সক্ষম হয় একজন দক্ষ নেতা।

একজন সত্যিকারের নেতা হওয়ার দ্বারাই আপনি নিজের টিমকে প্রচণ্ড অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম কোম্পানির সামগ্রিক সফলতা আনয়ন করার জন্য। এই ধরনের নেতা হওয়ার জন্য আপনার মাঝে থাকতে হবে নানাবিধ গুণাবলি, অর্জন করে নিতে হবে শ্রদ্ধা ও সম্মান। একই সাথে টিমের সবাই যেন আপনার ওপর আস্থাশীল হয়ে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। এইভাবে কাজ করতে করতেই সত্যিকারের একজন নেতার উপস্থাপন হয়ে ওঠে সততা ও আদর্শের মিশেলে। আর এটাই ত্বরান্বিত করে সামগ্রিক সফলতা। কেননা, সত্যিকারের নেতা কখনোই তার টিমের একজনকেও ছেড়ে যায় না। সবার সাথে তার ভালো সম্পর্ক থাকে। এই ভালো সম্পর্ক লম্বা সময় ধরে বজায় থাকার ফলেই একসাথে সবার সফলতা অর্জিত হয়ে যায়। কেউই ব্যর্থ থাকে না টিমের। এমন একটি টিম সব সময়ই তাদের নেতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যায়, কখনোই তারা ছেড়ে যায় না। সত্যিকারের নেতার এটা একটা বিশাল অর্জন। এই ধরনের লিডারশিপ আপনি চাইলে নিজের মাঝেও ধারণ করতে পারেন।

লিডারশিপ একধরনের আচরণ। এটি শেখা যায়। এটি একটি দক্ষতা। এটি যেকোনো মানুষ তার নিজের আয়ত্তে নিতে পারে। একটা সময় শেখার এই প্রক্রিয়া মানুষের সহজাত স্বভাবে মিশে যায় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ব্যক্তির আচরণে নেতৃত্বের সকল গুণ প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটুকু সম্পন্ন হয়ে গেলে একজন নেতা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কোম্পানি পরিচালনা করতে পারে, মানুষকে উৎসাহিত করতে পারে। কিন্তু শুরুতে আপনাকে এসব শিখে নিতে হবে। আমাদের মাঝে প্রায় সবার প্রশ্ন জাগে, একজন নেতা কীভাবে এত ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে? কীভাবে ক্রাইসিস মোমেন্টে তারা সিদ্ধান্ত নেয়? কীভাবে তারা এত ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় হয়ে ওঠে? কেন তারা বিরূপ পরিস্থিতিতে ভড়কে যায় না? জটিল পরিস্থিতি কি তাহলে তাদেরকে আঘাত করে না? কোন কারণে তাহলে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় সবকিছু ঠিকঠাক রেখে নিজেদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই রয়েছে।

এগুলোর প্রতিটিই আত্মবিশ্বাসের কারণে করতে সক্ষম হয় নেতারা। আত্মবিশ্বাস না থাকলে তারা কখনোই জটিল পরিস্থিতিতে স্থির থাকতে পারত না, ঠান্ডা মাথায়

ভাবতে পারত না, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারত না। দেখা যেত তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে তো পারছেই না, উল্টো বিপদে ভড়কে গিয়ে সব গুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সত্যিকার লিডারের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না। কারণ তারা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী। প্রশ্ন জাগতে পারে, এত আত্মবিশ্বাস কীভাবে তাদের মনে জন্মায়? এককথায় বললে, হাজারও অভিজ্ঞতা ও শত শত জটিল পরিস্থিতি, ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়ার পরপরই তাদের মাঝে চলে আসে আত্মবিশ্বাস। মোটামুটি লম্বা সময় লিডারশিপ বজায় রেখে চলার ফলে সকল বিষয়ে তাদের জানাশোনা থাকে ব্যাপক। এই জানাশোনাই তাদেরকে সাহস জোগায়, পথ চলতে সাহায্য করে নির্ভীক হয়ে।

এই কারণেই আমরা অধিকাংশ সফল লিডারকে সঠিক ডিসিশন মেকার হিসেবেই দেখতে পাই। তারা বিপদে ভয় পায় না। জটিল পরিস্থিতি তাদেরকে রুখতে পারে না। প্রতিটি সময়ই তারা চাপ নিয়ে কাজ করে, চাপের ভেতর দিয়ে পূর্ব থেকেই যাওয়ার ফলে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তাদের কাছে। এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করে রেগুলার বেসিসে যখন একজন লিডার কাজ করতে থাকে, পরবর্তী সময়ে কোনো কিছুই তাদেরকে আর আটকাতে পারে না। তারা নিজেদের সাহসিকতার মনোভাব কাজে লাগিয়ে সব সময়ই জটিল পরিস্থিতি উতরে যায়। আপনিও চাইলে নিজেকে সেই জায়গায় নিতে সক্ষম। আপনাকে কেবল জানতে হবে কীভাবে নিজের সাহসিকতা অর্জন করতে হয়, কীভাবে সাহসিকতাকে ব্যবহার করে এগিয়ে নিতে হয় সবকিছু, জটিল পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও। এই বইয়ে আপনাদের জন্য সেসব বর্ণনা করা হয়েছে।

আপনারা সবাই জানেন, সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, আবার ধ্বংস হয়ে যায়। আজকে কোনো সাম্রাজ্যের সূর্য উদিত হলে, পুরোনো কোনো সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায়। এটাই স্বাভাবিক। এই প্রক্রিয়ায় ধ্বংস ও সৃষ্টির খেলা ব্যবসায়িক জগতেও চলতে থাকে। সময়ের আবর্তনে কোনো ব্যবসায়িক কোম্পানি সফলতার শিখরে পৌঁছে যায়, সময়ই আবার তাদেরকে টেনে নিচে নামায়। একইভাবে একজন লিডার সময়ের সাথে সাথে টপ পজিশনে যেতে সক্ষম হয়, আবার ঐ সময়েই কেউ না কেউ পুরোপুরি ঝরে যায়। অদক্ষ নেতা কখনোই লম্বা সময় ধরে টিকে থাকতে পারে না। দক্ষ নেতাকে সহজেই কেউ পরাস্ত করতে জানে না। দক্ষ নেতৃত্ব হচ্ছে লম্বা সময় ধরে টিকে থাকার মূলমন্ত্র। একজন দক্ষ নেতা সব সময়ই নিজের টিমের সবাইকে স্বপ্নবাজ করে তুলতে পারে, যা তাদেরকে সাংগঠনিক সকল উদ্ভাবন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যদি দক্ষ লিডার থাকে, তাহলে

বিনিয়োগকারীরা সেখানে প্রচুর পরিমাণ বিনিয়োগ করে, ক্রেতারা বেশি হারে ক্রয় করে। কর্মীরাও সেখানে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে। ফলে কোম্পানির সফলতা দ্রুতগতিতে ত্বরান্বিত হয়।

আপনি হয়তো জানেন না, ব্যবসার চেয়ে বৈচিত্র্যময় ইতিহাস আর কোথাও নেই। ব্যবসায়িক জগৎ বেশ বিস্তৃত। প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ ব্যবসার সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছে। ব্যবসায়িক জগতে রয়েছে নানান উত্থান পতন। বহু বর্ণিল সময়ের সাক্ষী হওয়ার সাথে সাথে জটিল সময়ের ইতিহাসও আপনি ব্যবসায়িক জগতেই বেশি পাবেন। আপনি যদি নিজের ব্যবসাকে টেকসই করে তুলে যুগের পর যুগ চলতে চান, দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে যদি নিজের ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত করতে চান, তাহলে নিচের বিজনেস জায়ান্টদের থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। লম্বা সময় ধরে তারা ব্যবসায়িক জগতে রাজ করছে দক্ষ নেতৃত্বের গুণে। তারা প্রত্যেকেই পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে নিজেদের মতো করে, সেইসাথে লাভজনক ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়তে সক্ষম হয়েছে।

বিল গেটস

ইতোমধ্যেই আপনারা জানেন, বিল গেটস বিশ্বের সবচাইতে বড় পিসি সফটওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের ফাউন্ডার। পারসোনাল কম্পিউটারের নানাবিধ সফটওয়্যার তৈরির কাজ করে থাকে মাইক্রোসফট। বিশেষ করে তাদের অপারেটিং সিস্টেমের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। একই কারণে তারা প্রচুর পরিমাণ ব্যবসা করতে সক্ষম হয়েছে। সুদক্ষ নেতৃত্বের দ্বারা নিজের ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিল গেটস প্রায়শই বিশ্বের সবচাইতে ধনী ব্যক্তিদের কাতারে স্থান পেয়ে থাকেন। বর্তমানে তিনি মাইক্রোসফটের পাশাপাশি জনসেবামূলক কাজে নিজেকে ব্যাপক হারে নিয়োজিত করেছেন। তার প্রতিষ্ঠান বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন বিশ্বজুড়ে কাজ করছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করা তাদের প্রধান লক্ষ্য। ওয়ারেন বাফেটের মতো বিল গেটসও তার বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি জনসেবায় ব্যয় করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

নং	প্রশ্নমালা	সবসময় (০১)	প্রায়শই (০২)	মাঝেমধ্যে (০৩)	কদাচিৎ (০৪)	কখনোই না (০৫)
১	আমি যদি লিডারের পজিশনে থাকি, তাহলে আমি সবার লক্ষ্য নিয়ে সুস্পষ্টভাবে কথা বলতে পারি।					
২	মানুষজন আমাকে বলে আমার কথাবার্তায় সহজ ভাব রয়েছে।					
৩	যেকোনো ফিডব্যাক দেওয়ার পূর্বে আমি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করি।					
৪	যখন কর্মীদের প্রচুর পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়, আমি বিশ্বাস করি তখন তাদেরকে সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়া আবশ্যক।					
৫	আমি সব সময়ই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে চলি, এমনকি যখন কর্মক্ষেত্রে সবকিছু খারাপ মনে হতে থাকে।					
৬	আমি মানুষকে আমার নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সুনির্দিষ্ট ঘটনাকে দেখতে প্রস্তুত করি।					
৭	প্রতিষ্ঠানের কোনো সমস্যা হলে লোকজন আমার কাছ থেকে সমাধান আশা করে থাকে এবং আমি বিপদে হতাশ না হয়ে তাদেরকে উত্তম সিদ্ধান্ত জানাই।					

৮	আমাকে বলা হয় আমি সব সময়ই নিজের কাজ নিয়ে সুশৃঙ্খল এবং পরিশ্রমী।					
৯	একবার যখন আমরা নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছে যাই, তখন আমি বুঝেশুনে নিজের জন্য আরেকটি লক্ষ্য নির্ধারণ করি।					
১০	আমি টিমের সাথে সম্মেলিতভাবে কাজ করতে পছন্দ করি এবং এটা আমাদেরকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়।					

—— এবার স্কোর মেলাতে শুরু করুন। আপনি যদি প্রতিটি সেক্টরেই কোনোরকম ছলচাতুরী এবং কনফিউশান ছাড়াই দশে দশ পান, তাহলে ধরে নিতে পারেন আপনি একজন ভালো লিডার। তবে এক্সেপশনাল লিডার হতে চাইলে আপনাকে আরো জানতে হবে, আরো পড়তে হবে, হয়ে উঠতে হবে এমন একজন মানুষ, যারা লিডার তৈরি করে এবং গেইম চেইঞ্জ করে দেয়।

—— আপনি যদি ৫০ ভাগ স্কোর করতে সক্ষম হন, তাহলে বুঝবেন এই মুহূর্তে আপনি আপনার জন্য বেশ জরুরি একটি বই হাতে নিয়েছেন। এই বইটি আপনাকে আরো দক্ষ করে তুলবে, যা আপনার জন্য দরকারি।

—— আপনি যদি কোনোরকম স্কোর করে থাকেন, তাহলে পরিপূর্ণ মনোযোগ নিয়ে বইটি পড়তে শুরু করুন। কোথাও কোনো অবহেলা করবেন না। তাহলে লিডারশিপ সম্পর্কে খুঁটিনাটি নানান বিষয় জানতে পারবেন আপনি এবং একজন দক্ষ লিডার হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই এগিয়ে থাকবেন।

প্রয়োজনীয় পাঠ

—— কোনো মানুষই এক্সেপশনাল লিডার হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই আপনি নিজেকে একজন এক্সেপশনাল লিডারে পরিণত করতে পারবেন।

—— মহান নেতারা শুধু নিজেকেই বদলায় না। তারা সমাজ, দেশ এবং অবশ্যই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বদলে দেয়।

—— একজন ভালো নেতা হওয়া আপনাকে সফলতা দিতে পারে। কিন্তু একজন মহান নেতা হওয়ার দ্বারা আপনি সবকিছুকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে পারবেন।

—— সক্রিয়, পরিশ্রমী এবং সহযোগিতাপূর্ণ নেতৃত্ব ব্যতীত আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কখনোই সফলতা লাভ করতে পারবে না।

—— লিডারশিপ হচ্ছে একটি লার্নিং স্ট্র্যাটেজি। এটি শেখা যায়। সময়ে সময়ে কর্মক্ষেত্রে নানান কার্যক্রমের ভেতর দিয়েই লিডারশিপ পরিপূর্ণতা পায়।